BNGH SEMESTER - II

ছন্দ কাকে বলব ?

'ছন্দ' হল শ্রুতিমধুর শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা কানে জাগায় ধ্বনি ও সুষমা চিত্তে জাগায় রস। পদ্য রচনার বিশেষ রীতি । তা কাব্যের প্রধান বাহন। গদ্যেও ছন্দ থাকতে পারে, তবে পদ্যেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। ছন্দ তাই 'শিল্পিত বাক্যরীতি'। ছন্দোবদ্ধ কাব্য সবারই পড়তে ভাল লাগে। যেমন-

" হা-ট্টিমা টিম টিম,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হা-ট্টিমা টিম টিম। "

এখানে ছন্দের দোলা সব পাঠক মনকে দুলিয়ে দেয়। সুতরাং ছন্দে থাকবে-

১। শ্রুতিমধুর শব্দ ।
২। শব্দ সাজানোর কৌশল ।
৩। চিত্তে জাগাবে রস।
৪। কানে জাগবে ধ্বনি কল্লোল।

ছন্দ শিখতে গেলে আগে কয়েকটি জিনিস আমাদের বুঝে নিতে হবে-

➢ দল

দল বলতে বোঝায় বাগ যন্ত্রের সবচেয়ে কম চেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টি।

দল দুই প্রকার

১। মুক্ত দল
২। রুদ্ধদল

মুক্ত দল: অক্ষর উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসের গতিপথ মুক্ত হলে মুক্ত দল।

যেমন- মমতা

ম- ম- তা

ম+অ

ম+অ

ত+আ

রুদ্ধ দল: অক্ষর উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসের গতিপথ রুদ্ধ হলে রুদ্ধ দল।

যেমন- যৌবন

যৌ - বন

যো+উ

ব+অ

ন্

মাত্রা বা কলা

মাত্রা বা কলা: একটি অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সেই সময় কে বলা হয় মাত্রা বা কলা।

যেমন- আমি

যেমন এই "আমি" উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগছে তাই হল মাত্রা বা কলা।

ছেদ ও যতি

ছেদ ও যতি: বাক্যের আংশিক অর্থ প্রকাশ এর জন্য ধ্বনি প্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি ঘটে তাকে ছেদ ও যতি বলে।

যেমন - তুমি সেখানে যেওনা, গেলে ক্ষতি হবে।

এখানে (,) টা ছেদ ও যতি।

বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ

বাংলা কবিতার ছন্দ মূলত ৩ প্রকার- ১। স্বরবৃত্ত, ২। মাত্রাবৃত্ত ৩। অক্ষরবৃত্ত । তবে আধুনিক কবিতায় গদ্যছন্দের প্রাধ্যান্যও দেখা যায়|

স্বরবৃত্ত ছন্দ : সহজ কথায় যে ছন্দকে তাল ও লয় সহযোগে পড়া যায় , সেই সকল ছন্দকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। ছড়ায় বহুল ব্যবহৃত হয় বলে, এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দও বলা হয়।

বৈশিষ্ট্যঃ

- ü মূল পর্ব সবসময় ৪ মাত্রার হয়।
- ü প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে।
- ü সব দল ১ মাত্রা হয়ে থাকে।
- ü দ্রুত লয় থাকে, মানে কবিতা আবৃত্তি করার সময় দ্রুত পড়া হয়।

উদাহরণ-

বাঁশ বা-গা-নের | মা-থার উ-পর | চাঁদ উ-ঠে-ছে | ওই || (৪+৪+৪+১)

মা-গো আ-মার | শো-লোক ব-লা | কাজ-লা দি-দি | কই || (৪+৪+৪+১)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :

বৈশিষ্ট্যঃ

- ü মূল পর্ব ৪,৫,৬ বা ৭ মাত্রার হয়
- ü অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয় ; আর অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে (য় থাকলেও) ২ মাত্রা গুনতে হয়; য় থাকলে, যেমন- হয়, কয়; য়-কে বলা যায় semi-vowel, পুরো স্বরধ্বনি নয়, তাই এটি অক্ষরের শেষে থাকলে মাত্রা ২ হয়
- ü কবিতা আবৃত্তির গতি স্বরবৃত্ত ছন্দের চেয়ে ধীর, কিন্তু অক্ষরবৃত্তের চেয়ে দ্রুত হয়ে থাকে।

উদাহরণ-

এইখানে তোর | দাদির কবর | ডালিম-গাছের | তলে || (৬+৬+৬+২)

তিরিশ বছর | ভিজায়ে রেখেছি | দুই নয়নের | জলে || (৬+৬+৬+২)

বিশ্লেষণঃ কবিতাটির মূল পর্ব ৬ মাত্রার। প্রতি চরণে তিনটি ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং একটি ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে।

এখন মাত্রা গণনা করলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম চরণের-

প্রথম পর্ব- এইখানে তোর; এ+ই+খা+নে = ৪ মাত্রা (প্রতিটি অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা) ; তোর = ২ মাত্রা (অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় ২ মাত্রা)

দ্বিতীয় পর্ব- দাদির কবর; দা+দির = ১+২ = ৩ মাত্রা; ক+বর = ১+২ = ৩ মাত্রা

তৃতীয় পর্ব- ডালিম-গাছের; ডা+লিম = ১+২ = ৩ মাত্রা; গা+ছের = ১+২ = ৩ মাত্রা

চতুর্থ পর্ব- তলে; ত+লে = ১+১ = ২ মাত্রা

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :

বৈশিষ্ট্যঃ

- ü মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়
- ü অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়
- ü অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, এমন অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে ২ মাত্রা হয় ; শব্দের শুরুতে বা মাঝে থাকলে ১ মাত্রা হয়
- ü কোন শব্দ এক অক্ষরের হলে, এবং সেই অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে, সেই অক্ষরটির মাত্রা ২ হয়

- কোন সমাসবদ্ধ পদের শুরুতে যদি এমন অক্ষর থাকে , যার শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে , তবে সেই অক্ষরের মাত্রা ১ বা ২ হতে পারে
- কবিতা আবৃত্তির গতি ধীর হয়

উদাহরণ-

হে কবি, নীরব কেন | ফাগুন যে এসেছে ধরায় || (৮+১০)
বসন্তে বরিয়া তুমি | লবে না কি তব বন্দনায় || (৮+১০)
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি- || (১০)
দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? || (১০)
(তাহারেই পড়ে মনে; সুফিয়া কামাল)

কবিতাটির মূল পর্ব ৮ ও ১০ মাত্রার। স্তবক দুইটি পর্বের হলেও এক পর্বেরও স্তবক আছে।

এখন, মাত্রা গণনা করলে দেখা যায়, প্রথম চরণের,

প্রথম পর্ব- হে কবি , নীরব কেন; হে কবি- হে+ক+বি = ৩ মাত্রা (তিনটি অক্ষরের প্রতিটির শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা) ; নীরব- নী+রব = ১+২ = ৩ মাত্রা (শব্দের শেষের অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় সেটি ২ মাত্রা); কেন- কে+ন = ১+১ = ২ মাত্রা; মোট ৮ মাত্রা

আবার দ্বিতীয় চরণের,

দ্বিতীয় পর্ব- লবে না কি তব বন্দনায় ; লবে- ল+বে = ২ মাত্রা ; না কি তব = না+কি+ত+ব = ৪ মাত্রা ; বন্দনায়- বন+দ+নায় = ১+১+২ = ৪ মাত্রা (বন- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলেও অক্ষরটি শব্দের শেষে না থাকায় এর মাত্রা ১ হবে ; আবার নায়- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি- য় থাকায় , এবং অক্ষরটি শব্দের শেষে থাকায় এর মাত্রা হবে ২); মোট ১০ মাত্রা

এরকম-

আসি তবে | ধন্যবাদ || (৪+৪)
না না সে কি, | প্রচুর খেয়েছি || (৪+৬)
আপ্যায়ন সমাদর | যতটা পেয়েছি || (৮+৬)
ধারণাই ছিলো না আমার- || (১০)
ধন্যবাদ। || (৪)
(ধন্যবাদ; আহসান হাবীব)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপভেদ বা প্রকারভেদ : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আবার অনেকগুলো রূপভেদ বা প্রকার আছে- পয়ার , মহাপয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, দিগক্ষরা, একাবলী, সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল-

সনেট :

বৈশিষ্ট্যঃ

- বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলায় উল্লেখযোগ্য সনেট রচয়িতা- মাইকেল মধুসূদন দত্ত , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , জীবনানন্দ দাশ , প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, ফররুখ আহমদ,কামিনী রায়, প্রমুখ।

ü ১৪ বা ১৮ মাত্রার চরণ হয়।

ü দুই স্তবকে ১৪টি চরণ থাকে।

ü সাধারণত দুই স্তবকে যথাক্রমে ৮টি ও ৬টি চরণ থাকে (চরণ বিন্যাসে ব্যতিক্রম থাকতে পারে)

ü প্রথম আটটি চরণের স্তবককে অষ্টক ও শেষ ৬টি চরণের স্তবককে ষস্টক বলে।

ü এছাড়া সনেটের অন্ত্যমিল ও ভাবের মিল আছে এমন চারটি চরণকে একত্রে চৌপদী , তিনটি পদকে ত্রিপদীকা বলে।

ü নির্দিষ্ট নিয়মে অন্ত্যমিল থাকে।

ü দুইটি স্তবকে যথাক্রমে ভাবের বিকাশ ও পরিণতি থাকতে হয় ; ব্যাপারটাকে সহজে ব্যাখ্যা করতে গেলে তা অনেকটা এভাবে বলা যায়- প্রথম স্তবকে কোন সমস্যা বা ভাবের কথা বলা হয় , আর দ্বিতীয় স্তবকে সেই সমস্যার সমাধান বা পরিণতি বর্ণনা করা হয়।

ü সনেটের ভাষা মার্জিত এবং ভাব গভীর ও গম্ভীর হতে হয়।

ü সনেট মূলত ৩ প্রকার- পেত্রার্কীয় সনেট , শেক্সপীয়রীয় সনেট ও ফরাসি সনেট ; এই ৩ রীতির সনেটের প্রধান পার্থক্য অন্ত্যমিলে।

এছাড়া ভাব, বিষয় ও স্তবকের বিভাজনেও কিছু পার্থক্য আছে (তা ব্যাকরণের ছন্দ প্রকরণের আলোচ্য নয়)।

নিচে ৩ প্রকার সনেটের অন্ত্যমিলের পার্থক্য দেখান হল-

পেত্রার্কীয় রীতি	ক+খ+খ+ক ক+খ+খ+ক		চ+ছ+জ চ+ছ+জ	
শেক্সপীয়রীয় রীতি	ক+খ+ক+খ	গ+ঘ+গ+ঘ	চ+ছ+চ+ছ	জ+জ
ফরাসি রীতি	ক+খ+খ+ক ক+খ+খ+ক		গ+গ চ+ছ+চ+ছ	

উদাহরণ-

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন;- || (৮+৬) ক
তা সবে, (অবোধ আমি!) | অবহেলা করি, || (৮+৬) খ
পর-ধন-লোভে মত্ত, | করিনু ভ্রমণ || (৮+৬) ক
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি | কুক্ষণে আচরি। || (৮+৬) খ অষ্টক
কাটাইনু বহু দিন | সুখ পরিহরি। || (৮+৬) খ
অনিদ্রায়, অনাহারে | সঁপি কায়, মনঃ, || (৮+৬) ক
মজিনু বিফল তপে | অবরেণ্যে বরি;- || (৮+৬) খ
কেলিনু শৈবালে, ভুলি | কমল-কানন। || (৮+৬) ক
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী | কয়ে দিলা পরে,- || (৮+৬) গ
ওরে বাছা, মাতৃকোষে | রতনের রাজি ||, (৮+৬) ঘ
এ ভিখারী-দশা তবে | কেন তোর আজি? || (৮+৬) ঘ ষটক
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, | যা রে ফিরি ঘরে। || (৮+৬) গ
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; | পাইলাম কালে || (৮+৬) ঙ
মাতৃভাষা-রূপ খনি, | পূর্ণ মণিজালে । ||| (৮+৬) ঙ
(বঙ্গভাষা; মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কবিতাটিতে দুই স্তবকে যথাক্রমে ৮ ও ৬ চরণ নিয়ে মোট ১৪টি চরণ আছে। প্রতিটি চরণে ৮ ও ৬ মাত্রার দুই পর্ব মিলে মোট ১৪ মাত্রা আছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ :

বৈশিষ্ট্যঃ

- বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবের প্রবহমানতা ; অর্থাৎ, এই ছন্দে ভাব চরণ-অনুসারী নয় , কবিকে একটি চরণে একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করতেই হবে- তা নয় , বরং ভাব এক চরণ থেকে আরেক চরণে প্রবহমান এবং চরণের মাঝেও বাক্য শেষ হতে পারে
- বিরামচিহ্নের স্বাধীনতা বা যেখানে যেই বিরামচিহ্ন প্রয়োজন, তা ব্যবহার করা এই ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্যমিল থাকে না, বা চরণের শেষে কোন মিত্রাক্ষর বা মিল থাকে না
- মিল না থাকলেও এই ছন্দে প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ১৪) এবং পর্বেও মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ৮++৬)

উদাহরণ-

তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, | অশ্ব, পদাতিক || (৮+৬)
অগণ্য। দেখিলা রাজা | নগর বাহিরে, || (৮+৬)
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ | সিন্ধুতীরে যথা, || (৮+৬)
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা | আকাশ-মণ্ডলে। || (৮+৬)
(মেঘনাদবধকাব্য; মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

এখানে কোন চরণের শেষেই অন্ত্যমিল নেই। আবার প্রথম বাক্যটি চরণের শেষে সমাপ্ত না হয়ে প্রবাহিত হয়ে একটি চরণের শুরুতেই সমাপ্ত হয়েছে (তথা জাগে রথ , রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক অগণ্য)। এই অন্ত্যমিল না থাকা এবং ভাবের বা বাক্যের প্রবহমানতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য।

গদ্যছন্দ :

বৈশিষ্ট্যঃ

- এই ছন্দে বাংলায় প্রথম যারা কবিতা লিখেছিলেন তাদের অন্যতম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- মূলত ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী শিল্পমুক্তির আন্দোলনের ফসল হিসেবে এর জন্ম
- গদ্য ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- গদ্যের মধ্যে যখন পদ্যের রঙ ধরানো হয় তখন গদ্যকবিতার জন্ম হয়
- পর্বগুলো নানা মাত্রার হয়, সাধারণত পর্ব-দৈর্ঘ্যে কোন ধরনের সমতা বা মিল থাকে না
- পদ ও চরণ যতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না , বরং বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন দ্বারা নির্ধারিত হয়; এই বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন উচ্চারণের সুবিধার্থে নয়, বরং অর্থ প্রকাশের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়
- গদ্যকবিতা গদ্যে লেখা হলেও তা পড়ার সময় এক ধরনের ছন্দ বা সুরের আভাস পাওয়া যায়।
- গদ্যকবিতা গদ্যে লেখা হলেও এর পদবিন্যাস কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ও পুনর্বিন্যাসিত হতে হয়।